84

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 09 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

সমস্যায় জর্জরিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মুহাম্মদ আবু জাফর

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এবং এটি দেশের সর্বোচ্চ এবং সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়। এখা নের ছাত্র সংসদকে দেশের দ্বিতীয় Parliament নামে অভিহিত করা হয়। এবং একথা অস্বীকার করার জো নেই যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস শান্ত তো গোটা Dhaka City শান্ত, আর Dhaka City শান্ত মানে গোটা দেশ শান্ত। আর যেখান থেকে বের হয়ে আসবে সেইসব নক্ষত্র যারা গোটা দেশটির নেতৃত্ব দিবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, নিম্নলিখিত কারণগুলো প্রতিভাবান ছাত্রদের প্রতিভা বিকাশে Main Obstacle হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১. ক্লাশ রুম সমস্যা, Classrooms Problem
২. সেমিনার সমস্যা, Seminar Problem
৩. ছিট সমস্যা, Sit Problem
৪. ডাইনিং সমস্যা, Dyning Problem
৫. মেডিকেল সমস্যা, Medical Problem
৬. গাড়ী সমস্যা, Bus Problem
৭. সংস্কৃতি চর্চার অভাব, Want of Cultural Exercise

১. **ক্লাসরুম সমস্যা ঃ** বিশেষ করে Arts Faculty-তে এই সমস্যাটা Very Acute। যাদের সপ্তাহে ৮/১০টি ক্লাস থাকে দেখা যায় তার মধ্যে ৫টি ক্লাসের জন্য রুম Allotted থাকে। আর বাকী ক্লাসগুলোর জন্য সমস্যায় পড়তে হয়। খুঁজতে হয় কোন্ জায়গায় রুম খালি আছে। যদি কোন জায়গায় রুম খালি পেয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা বসে পড়ল ক্লাস করার জন্য কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় ঐ রুমে অন্য একটি Department-এর ক্লাসের জন্য রুম Allotted থাকে। তখন তাদেরকে ঐ রুম ছেড়ে দিতে হয় এবং বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়। এই সমস্যা শুধু একটি বা দু'টি Department-এর জন্য নয়, এ সমস্যা Arts Faculty-এর অধিকাংশ Department-এর।

২. **সেমিনার সমস্যা ঃ** Seminar problem is very important problem. বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিনারের গুরুত্ব অপরিসীম। অনেক সময় দেখা যায়, অনেকের হয়তো একদিনে মাত্র ২টি ক্লাস থাকে একটি ক্লাস সকাল ৯টায় অন্যটি বিকেল ৩টায়। এই দু'টি ক্লাসের মাঝে যে সময়টা থাকে এই সময়টা কিভাবে কাটাবে? এই সময়টায় অনেকে সেমিনারে বসে পড়াশুনা করে বা বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে কাটিয়ে দেয়। একটি Department-এ কমপক্ষে ৭০০/৮০০ জন ছাত্র-ছাত্রী থাকে তাদের জন্য একটি মাত্র সেমিনার কোনরূপে যথেষ্ট নয়। যেমন– দর্শন বিভাগ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, আরবী বিভাগ, ইসলামের ইতিহাস বিভাগ এদের মাত্র একটি সেমিনার। এরূপ আরো অনেক বিভাগ আছে যাদের একটি মাত্র সেমিনার।

৩. **ছিট সমস্যা ঃ** Sit problem is serious problem. ২৮০০০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ১০/১২ হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক ব্যবস্থা আছে। বাকী ছাত্রদের থাকতে হয় বাইরে, কারো আত্মীয়ের বাসায়, ম্যাচে, লজিংয়ে। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের নানারকম সমস্যা দেখা দেয়। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে সবার আর্থিক সচ্ছলতা নেই। অনেক গরীব ছাত্রদের পক্ষে ৪০০/৫০০ টাকা ম্যাচ ভাড়া দিয়ে থাকা দুষ্কর হয়ে পড়ে এবং আকাশ কুসুম কল্পনাও বটে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় কিছু কিছু হলে বহিরাগতরা থাকে, এমনকি আমার জানা মতে কোন কোন হলে গার্মেন্টসের শ্রমিক থাকে। আর একটা প্রতিভাবান ছেলে হলে উঠতে পারে না। সিট সমস্যায় ভোগে এ লজ্জা রাখি কোথায়? এই সিট সমস্যা সমাধানের জন্য আরো কিছু নতুন হল নির্মাণ করা অত্যন্ত জরুরী এবং হল থেকে বহিরাগতদের উচ্ছেদ করা অত্যাবশ্যক।

৪. **ডাইনিং সমস্যা ঃ** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলের ডাইনিং-এর খাবারের মান এত নিম্ন পর্যায়ে যা খেয়ে একজন ছাত্রের ভাল করে পড়াশুনা করা যায় না। শুধু মাত্র প্রাণটা বাঁচান হয়। এখানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব, সুষ্ঠু পরিচালন দক্ষতার অভাব। আবাসিক ছাত্রদের বৃহত্তর স্বার্থে ডাইনিং-এর মান উন্নয়নের জন্য কর্তৃপক্ষের আশু পদক্ষেপ নেয়া দরকার।

৫. **মেডিকেল সমস্যা ঃ** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব একটি মেডিকেল সেন্টার আছে এবং সেখানে ১৬ জন ডাক্তার আছে। ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী ও তাদের পরিবারসহ মোট ৩০/৩৫ হাজার লোকের জন্য মাত্র ১৬ জন ডাক্তার যথেষ্ট নয়। এই মেডিকেলের ডাক্তারদের সম্পর্কে নানা অভিযোগ পাওয়া যায়। তারা ঠিকমত দায়িত্ব পালন করেন না। কর্তব্যে অবহেলা করেন। ছাত্রদের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়া যায় ডাক্তাররা তাদের রোগের ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য জানতেও চান না বা জানেন না। তারা যাওয়া মাত্রই Prescription লিখে দেন। ডাক্তার ভাল করে শুনলেনও না যে, তার কি কি সমস্যা আছে। এ জন্য অনেক ছাত্র সেন্টারে যায় না। এখানে যে ওষুধ রাখা হয় তার মানও অত্যন্ত নিম্নে। গত দিন পূর্বে Antacid Tablet-এর মধ্যে পোকা পাওয়া গেছে। তারপর এখানে যে ওষুধ রাখা হয় তা পর্যাপ্ত নয়। এখানে শুধুমাত্র প্রাথমিক চিকিৎসাটুকুই দেয়া হয় এবং তার জন্য যে যেটুকু দরকার তাও দিতে কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়। এই হলো দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের মেডিকেল সেন্টারের অবস্থা। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মেডিকেল সেন্টারের ডাক্তারদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও যাবতীয় ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন শুধুমাত্র ৩ নম্বর রুমের ডাক্তার এরূপ আরো ২/১ জন ডাক্তার আছেন যাদের কাছে ছাত্ররা প্রচুর ভিড় জমায় এবং তারা কর্তব্যনিষ্ঠ বলে শোনা যায়। ডাক্তারদের পক্ষ থেকে ছাত্রদের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ শোনা যায় যে, তারা মাঝে মাঝে ডাক্তারদের সাথে খারাপ আচরণ করে।

৬. **গাড়ী সমস্যা ঃ** ২৮০০০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মাত্র ১০/১২ হাজার ছাত্র-ছাত্রী হলে থাকে। আর বাকী সকল ছাত্র-ছাত্রী বাইরে থাকে তাদের University-তে আসার একমাত্র যানবাহন হলো University-এর গাড়ী। কিন্তু গাড়ীর সংখ্যা এতই কম যাতে কোন প্রকারেই যথেষ্ট নয়। অনাবাসিক ছাত্রদের কাছে এটা Main problem হিসেবে চিহ্নিত। গাড়ী এত বোঝাই হয় যা লোকাল বাসেও হয় না। ছাত্ররা মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে গাড়ীতে চলাফেরা করে এবং যে কোন সময় ঘটে যেতে পারে মারাত্মক দুর্ঘটনা। আর যদি দুর্ঘটনা ঘটেই যায় তাহলে এর দায়-দায়িত্ব বহন করবে কে? কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখবেন কি? এই সমস্যা নিরসনের জন্য আরও কিছু নতুন বাস দরকার যেগুলো নষ্ট হয়ে আছে তার মেরামত করাও দরকার। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা হিসেব করে তুলনা করলে দেখা যাবে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গাড়ীর সংখ্যা কম।

৭. **সংস্কৃতি চর্চার অভাব ঃ** ডাকসুর কার্যক্রম বন্ধ থাকায় সংস্কৃতি চর্চা নেই বললেই চলে। পড়াশুনার পাশাপাশি সংস্কৃতি চর্চা অত্যন্ত জরুরী। যে জাতি তার নিজস্ব সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলে সে জাতি তার অস্তিত্ব বিলিনের সম্মুখীন হয়ে পড়ে।"

সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের প্রশ্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮ হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের বৃহত্তর স্বার্থে উপরোল্লিখিত সমস্যাগুলো নিরসনের লক্ষ্যে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন নয় কি?